অনলাইন মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভার (CPCM) কার্যবিবরনী

তারিখঃ ১৭/১১/২০২০ ইং
স্থান ঃ অনলাইন ভার্চ্যুয়াল মিটিং ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
সচিব ঃ মো ঃ নুর হোসেন -আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী,চর অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সকল আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারি, এলাকা ব্যবস্থাপক এবং প্রধান অফিসের কোর অপারেশনের সকল সহকর্মীবৃন্দ। সভার শুরুতে সভাপতি তারিক সাঈদ হারুন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমুহ নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে বিষয়গুলোর বিশদ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত সমুহ উল্লেখ করা হলো।

ক্রম নং	আলোচ্য বিষয় সমুহ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমুহ	বাস্তবায়ন কারী	তারিখ
০১	Previous Meeting Minutes Review	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের জন্য সকলকে ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলো সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০২	MF Analysis	**১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সদস্য টার্গেট ও অর্জন পর্যালোচনা:** (table below)	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

অঞ্চলের নাম	Member Target November'20		
	সদস্য টার্গেট	অর্জন	%
ভোলা	৮৭১	৩৭৩	৪২.৮২
চরাঞ্চল	৪৮৪	৪০	৮.২৬
চট্রগ্রাম	১০৪৪	৩৩৮	৩২.৩৭
নোয়াখালী	৮৯০	১৯০	২১.৩৪
কক্সবাজার	৫৮০	৪৬৫	৮০.১৭
বরিশাল	৪৯৫	২৯৪	৫৯.৩৯
মোট ঃ	৪৩৬৪	১৭০০	৪০.৭২

সদস্য ভর্তি নভেম্বর ২০২০ মাসের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী মাত্র ৪০.৮২ শতাংশ অর্জন হয়েছে। যা কাঙ্কিত অর্জনের চেয়ে অনেক কম। সদস্য ভর্তির লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মী ভিত্তিক দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসের পরিকল্পনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে টার্গেট অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৫ নভেম্বর ২০২০ এর তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যাচ্ছে সকল অঞ্চলে বকেয়া বৃদ্ধি রয়েছে, চলতি মাসে কোন অবস্থাতে বকেয়া বৃদ্ধি গ্রহনযোগ্য হবেনা। সে লক্ষ্যে নিন্মোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা করে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- প্রতি সপ্তাহের টার্গেট অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান করার জন্য বলা হলো এবং সপ্তাহের টার্গেট সপ্তাহে অর্জনের যথাযত ব্যবস্থা গহনের জন্য নের্দশনা প্রদান করা হয়।
- শাখা পর্যায়ে কর্মীভিত্তিক টার্গেট নির্ধারন করে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখতে হবে ।
- বিশেষ কোন কারনে সাপ্তাহের টার্গেট অর্জন সম্ভব না হলে সমপরিমান টার্গেট পরবর্তী সপ্তাহের টার্গেটের সাথে যোগ করে টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে।
- চলতি মাস থেকে কোন অঞ্চলে বকেয়া বৃদ্ধি করা যাবে না, সকল অঞ্চলে বকেয়া মাইনাস করতে হবে এজন্য দৈনিক ওটিআর নুন্যতম-৯৫ এবং রিপেমেন্ট রেট ১০০+ থাকতে হবে।

		টার্গেট অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য বলা হলো ঃ ● প্রত্যেক শাখার অধীনে কর্মী ভিত্তিক কয়টি সমিতি রয়েছে এবং এর মধ্যে ১৫ জনের নিচে সদস্য রয়েছে এরকম ছোট সমিতির একটি তালিকা করে নিতে হবে । ● প্রথমে ১৫ জন সদস্যের নিচে রয়েছে এই রকম সমিতিতে সদস্য ভর্তি করতে হবে। ● প্রতিদিন বিকাল বেলা বিএম/এএম নেতৃত্বে বকেয়া সাপোর্ট অব্যাহত রাখতে হবে। ● বিএম/এএম সরেজমিনে যাচাই ও পুর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন ঋন বিতরন না করা। ● এক হাতে যাতে একাধিক ঋণ না যায় সে বিষয়ে কর্মীকে ওরিয়েন্ট করতে হবে। ● খেলাপির পড়ার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে বিএম এবং এএম তা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা। ● যে সকল শাখায় গত এক বছরে মাত্রাতিরিক্ত খেলাপী বৃদ্ধি পেয়েছে সে শাখাগুলোতে বেশী বেশী সাপোর্ট প্রদান ও এএম/আরপিসি পরিদর্শন বৃদ্ধি করা।		
০৩	শাখা ঋণস্থিতি বৃদ্ধি	● নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষনে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ২৪টি শাখার ঋনস্থিতি হ্রাস পেয়েছে যা কোন প্রকারেই কাম্য নয়। শাখায় ঋণস্থিতি যেন হ্রাস না হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋনস্থিতি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। ● সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণী সদস্যের ঋনের খাত সরজমিনে যাচাই করে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● নতুন সদস্য বৃদ্ধি করে লোন বিতরন করার জন্য নির্দেশনা থাকা সত্বেও তা করা হচ্ছে না। নতুন সদস্য এবং নন লোনী সদস্যদের ঋণের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। চলতি মাসে কোন প্রকারেই শাখায় ঋণস্থিতি কমানো যাবেনা।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৪	Internal Audit Findings	● ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত যে সকল শাখায় আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সে সকল শাখার অডিট এ্যাকশন প্লান দ্রুত প্রদানের জন্য বলা হলো। পরবর্তীতে শাখা নীরিক্ষার সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের মধ্যে একশ্যান প্লান ও পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● যে সকল পাশবই পাওয়া যায়নি সেগুলো খুজে বের করে সংশ্লিষ্ট সকলকে নীরিক্ষা করার জন্য বলা হলো। ● সহকর্মীরা যেন আত্নসাৎ না করে তার জন্য মটিভেশন দিতে হবে। ● যে সকল সদস্য স্থানত্যাগ রয়েছে এবং যারা দেনা থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করে না তাদের একটি তালিকা তৈরী করবেন শাখা ব্যবস্থাপক যা এএম, আরপিসিকে সরজমিনে যাচাইপূর্বক অনুমোদন করে শাখার বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখবেন। প্রধান অফিস থেকে পরিদর্শনকালীন উক্ত তালিকা যাচাই বাচাই করা হবে, এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ● ঋণ অনুমোদন, বিতরন জনীত কোন ধরনের অনিয়ম গ্রহনযোগ্য নয়। এরকম অনিয়ম/অসংগতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। ঋণ বিতরণের পুর্বে শাখা হিসাবরক্ষককে ফরমগুলো সঠিকভাবে যাচাই করার জন্য বলা হলো।	শাখা ব্যবস্থাপক/ এএম/ আরপিসি	চলমান
০৫	Average Loan Size	● সকল অঞ্চলের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর-২০২০ মাসের রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, সকল শাখায় গড় ঋনের সাইজ প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে যার ফলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যকমের আদর্শমান বজায় রাখা যাচ্ছনা। সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী যাচাইপূর্বক ঋণপ্রদান, নতুন সদস্য ভর্তি করে	উপ-পরিচালক, সিপি	ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ঋণের আওতায় আনা এবং আয়বৃদ্ধিমুলক কর্মকান্ডে জড়িত এমন সদস্যকে এমই তে অর্ন্তভুক্ত করার উপর জোর দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সকল অঞ্চলে লোনের পরিমান গড়ে ১০% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হয়।
নতুন সদস্য ভর্তি করলে শুরুতে নুন্যতম ৪০০০০/- ঋন বিতরনের জন্য বলা হয়েছে।
কারন বর্তমান খরচের সাথে আয়ের সামঞ্জস্য করতে হলে ১ম লোন ৪০০০০/= এর কম বিতরন করা যাবে না।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>MF survey</td><td>কোস্ট ট্রাস্টের সকল অঞ্চলের ২টি করে মোট ১২টি শাখার ২৬৪ জন সদস্যের মধ্যে একটি জরিপ করা হয় যার মেয়াদ ছিল ১৫-১০-২০২০ইং থেকে ১১-১১-২০২০ইং পর্যন্ত।
এতে দেখা যায় কোস্ট ট্রাস্টের সদস্যদের পরিবারের গড় আয়-২৪০০০/- এবং গড় ব্যায়-১৬০০০/- উদ্বিত্ব ৮০০০/-।
প্রায় ৮৭% সদস্য স্মার্টফোন ব্যবহার করে।
এক একটি পরিবার প্রায় ১৭.৪৪ শতাংশ জমির মালিক যারা কৃষি কাজে বিনিয়োগ করার জন্য আরও জমি বর্গা নিতে হয়।
প্রায় ৮৪% সদস্য তাদের চাহিদা অনুসারে লোন পায় বাকি ১৬% লোক অন্য এনজিও থেকে লোন নিয়ে, দাদন নিয়ে, সুদের টাকা নিয়ে এবং ধার দেনা করে তাদের চাহিদাপুরন করে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>ME Coverage</td><td>বর্তমানে অঞ্চলের এমই কভারেজ খুবই কম এজন্য সকলকে এমই কভারেজের দিকে নজর দিতে হবে । বর্তমানে ২১ শতাংশ এমই কভারেজ রয়েছে যাহা চলতি মাসে বৃদ্ধি করে ৩১% করতে হবে। যা বৃদ্ধিতে সকলের প্রচেস্টা অব্যাহত থাকবে। এখন থেকে এমই ঋণ ১ লক্ষ টাকা হতে শুরু হবে এবং ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরন করা যাবে । এজন্য নিম্নোক্ত হারে এমই অনুমোদনের প্রস্তাবনা করা হয়।<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>ঋনের পরিমান</th><th>অনুমোদনকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>১০০০০-১০০০০০</td><td>শাখা ব্যবস্থাপক</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>১০০০০১-২০০০০০</td><td>এলাকা ব্যবস্থাপক</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>২০০০০১-১০০০০০০</td><td>আরপিসি</td></tr>
</table></td><td>সংশ্লিষ্ট সকল ও উপ-পরিচালক</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>HRM Software</td><td>আমাদের পুর্বের এইচআরএম সফটওয়্যার বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন কোম্পানীর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।
আগামী ২২ নভেম্বর থেকে কাজ শুরু করা হবে।
সকল অঞ্চলের এএম,এটিএ ও আইটি বিভাগের লোকজন টিম গঠন করে কাজ করতে হবে।
শাখা থেকে কর্মীদের সকল ডকুমেন্টস স্ক্যান করে সফটওয়্যারে আপলোড দিতে হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১২</td><td>MF CIB & Member SMS</td><td>বর্তমানে সকল অঞ্চলের সকল শাখায় MF CIB এবং সকল সদস্যদের মোবাইল নম্বর হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছ।
নভেম্বর-২০২০ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে এএম ও আরপিসিকে নগদ জরিমানা করা হবে।
প্রতিদিন পোস্টিং শেষ হলে এসএমএস দিয়ে তারপর ডে-ক্লোজ করতে হবে।
আগামী ০৩ মাস সমিতি মিটিংয়ে এসএমএস নিয়ে উন্নয়ন শিক্ষা আলোচনা করতে হবে এবং সদস্যদের এসএমএস আসে কিনা দেখতে হবে।
যেসকল সদস্য এসএমএস পায় না তাদের মোবাইল নম্বর নতুন করে হালনাগাদ করতে হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৫</td><td>বিবিধ</td><td>আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাই কে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
</table>

সভাপতি

সচিব

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
সমন্বয়কারী

মো ঃ নুর হোসেন
আঞ্চলিক কর্মসূচী
মৌলিক কর্মসূচী ।
চর অঞ্চল ।